দৈনিক বাংলা

তারিখ 24 MAY 1989
পৃষ্ঠা 1 কলাম 4

24 MAY 1989

ডকুমেন্টেশন

# বেসরকারী শিক্ষক ও কর্মীরা জুলাই থেকে মহার্ঘ ভাতা পাবেন

উপপ্রধানমন্ত্রী এবং প্রেসিডেন্টের রাজনৈতিক উপদেষ্টা কাজী জাফর আহমেদ, শিক্ষামন্ত্রী শেখ শহীদুল ইসলাম এবং বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের নেতৃবৃন্দের মধ্যে মঙ্গলবার এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উপপ্রধানমন্ত্রীর জাতীয় সংসদ ভবন অফিস কক্ষে অনুষ্ঠিত এই বৈঠকে গত ৫ই এপ্রিল ১৯৮৯ তারিখে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের মহাসম্মেলনে প্রেসিডেন্টের দেয়া ঘোষণা ও নির্দেশসমূহ বাস্তবায়নের বিষয়ে আলোচনা করা হয়। খবর তথ্য বিবরণীর।

আলোচনায় নিম্নলিখিত বিষয় সমূহে নীতিগত ঐক্যমত প্রতি

(শেষ পৃঃ ১-এর কঃ দ্রঃ)

## মহার্ঘ ভাতা পাবেন

(প্রথম পৃঃ পর)

ষ্ঠিত হয়।

বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও কর্মচারীদের আগামী ১লা জুলাই থেকে শতকরা ১০ ভাগ মহার্ঘ ভাতা প্রদান করা হবে।

আগামী ১লা জুলাই থেকে বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহকে বেতন বাবদ প্রদত্ত সরকারী মঞ্জুরী মাসিক ভিত্তিতে প্রদান করা হবে।

বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য জাতীয় শিক্ষক কল্যাণ তহবিল ১লা জুলাই, ১৯৮৯ তারিখ থেকে কার্যকর করা হবে।

আগামী ১লা জুলাই থেকে বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের নির্ধারিত সেট-আপ অনুযায়ী জাতীয় বেতন স্কেলের অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

সরকারী স্কুল ও কলেজের সকল পর্যায়ের শূন্য পদসমূহ বিভাগীয় পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণের জন্য বিধি মোতাবেক দ্রুত ব্যবস্থা গৃহীত হবে।

জাতীয়করণকৃত স্কুল ও কলেজের শিক্ষক এবং কর্মচারীদের ইফেকটিভ সার্ভিস গণনা করে ১৯৮৫ সালের ৩১শে মে পর্যন্ত প্রাপ্তিযোগ্য টাইম স্কেল প্রদানের বিষয়ে অর্থ ও সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের সাথে আলোচনাক্রমে সরকারী আদেশ জারী করা হবে।

জাতীয়করণকৃত স্কুল ও কলেজে এনাম কমিটির সুপারিশ মোতাবেক স্থায়ী পদ সৃষ্টি করা হবে এবং শিক্ষকদের চাকরি নিয়মিত করার ব্যবস্থা নেয়া হবে।

সরকারী স্কুলের প্রধান শিক্ষকদের বেতন স্কেল ২৮০০-৪৪২৫/- টাকায় উন্নীত করার প্রশ্নে নীতিগতভাবে ঐক্যমত পোষণ করা হয়। এ ব্যাপারে সংস্থাপন ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের সাথে আলোচনাক্রমে প্রয়োজনীয় সরকারী আদেশ জারী করা হবে।

বৈঠকে বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের মহাসচিব অধ্যক্ষ এ কে এম শহীদুল্লাহ, সহসভাপতি শেখ আমানুল্লাহ, অধ্যাপক এ কে এম আলী রেজা, অধ্যাপক কাজী ফারুক আহমেদ, অধ্যাপক মোয়াজ্জেম হেসাইন খান, জনাব মোখ সাইদুর রহমান, অধ্যাপক আলী আকবর খান এবং অধ্যাপক আসাদুল হক উপস্থিত ছিলেন।

সরকারী স্কুলের কামেল পাস ধর্মীয় শিক্ষকদের বেতন স্কেলের বৈষম্য দূর করে একটি অভিন্ন বেতন স্কেল প্রবর্তনের ব্যাপারে নীতিগতভাবে ঐক্যমত পোষণ